সকলসাধকেরই পূর্ণ পুরুষার্থপ্রদ হইয়া থাকে। অতএব আদি বরাহপুরাণে উল্লেখ আছে—যে জন মথুরা পরিত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে বাসের জন্য আগ্রহযুক্ত হয়, সেই জন যথার্থ পারমার্থিকজ্ঞানে বিমূঢ় এবং আমার মায়ায় বিমোহিত হইয়া সংসারে ভ্রমণ করে। অতএব পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারে শ্রীতুলসী সেবাও সাধুসেবার মধ্যেই পরিগণিত। যেহেতু শ্রীতুলসী স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয়া। অগস্ত্যসংহিতা ও গরুড়সংহিতায় যাহা উল্লেখ আছে, তাহাতে এইরূপই পাওয়া যায়—ত্রিলোকনাথ বিষ্ণু শ্রীরামচন্দ্রের জনকাত্মজা সীতা যেমন প্রিয়া, সর্ব্বলোকের মুখ্য পবিত্রকারিণী তুলসীও তেমনই প্রিয়া। স্কন্দপুরাণের বাক্য যথা—দেবারাধ্য জগৎস্বামী তুলসীকানন বিনা অন্যত্র রতিবিধান করেন না; কলিকালে কিন্তু তুলসীকাননের প্রতি শ্রীবিষ্ণুর বিশেষ প্রীতি। যে সকল মানব তুলসীবনবাটীকে দর্শন করে এবং যাহারা বিধিপূর্ব্বক তুলসীবৃক্ষ রোপণ করে, তাহারা পরমপদ বৈকুণ্ঠে আরোহণ করে। স্কন্দপুরাণে তুলসীস্তব প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে—অসুরদর্পহারী শ্রীহরি তুলসী নামমাত্রে পরমপ্রীতিলাভ করেন। পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারে পাদসেবা ব্যাখ্যা করা হইল; প্রসঙ্গক্রমে গঙ্গাদিসেবার কথাও ব্যাখ্যা করা হইল।

এখন অর্চ্চনাঙ্গ ভক্তির ব্যাখ্যা করা হইতেছে। সেই অর্চ্চনাঙ্গটি তন্ত্রশাস্ত্রে উক্ত আবাহনাদি পূর্ব্বাঙ্গ নির্ব্বাহপূর্ব্বক উপচারসমূহের শ্রীভগবানে সমর্পণ করা। এই অর্চ্চনাঙ্গে যদি শ্রদ্ধা থাকে, তবে মন্ত্রগুরুর চরণাশ্রয়পূর্ব্বক সেই শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে বিশেষ শুনিয়া লইতে হইবে। এই বিষয়ে ১১।৩।২৯ শ্লোকে শ্রীআবির্হোত্র যোগীন্দ্র নিমিমহারাজকে বলিয়াছেন—"আচার্য্য শ্রীদীক্ষাগুরুর নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়া, তাঁহা কর্তৃক প্রদর্শিত শাস্ত্রবিধি অনুসারে নিজের ইষ্টদেবতার পূজা করিবে।" যদ্যপি শ্রীমদ্ভাগবত মতে অর্চ্চনমার্গের পঞ্চরাত্রাদির মত অবশ্যকর্ত্তব্যতা নাই, যেহেতু অর্চ্চনাঙ্গ ভক্তিসাধন বিনাও শরণাগতি প্রভৃতি ভক্তির কোন এক অঙ্গ দ্বারাই পুরুষপ্রয়োজন শ্রীভগবানে প্রেমলাভ করিতে পারা যায়। তথাপি শ্রীনারদ প্রভৃতি পূর্ব্ব মহাজনের পথ অনুসরণকারী সাধকগণের দীক্ষাবিধানের দ্বারা শ্রীগুরুচরণসম্পাদিত শ্রীভগবানের সহিত দাস্যাদি কোন এক সম্বন্ধবিশেষ স্থাপনের ইচ্ছা করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিলে, অর্চ্চন অবশ্য করিতে হইবে। এস্থানের তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ, কীর্ত্তন, পাদসেবা প্রভৃতি ভক্তি অঙ্গের যেমন অবশ্যকর্ত্তব্যতা অর্থাৎ 'না করিলেই হইবে না' বলিয়া অনেক দোষ উদ্গার করিয়াছেন, সেইরূপ অর্চ্চনাঙ্গভক্তির কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু না করিলে প্রত্যবায় হইবে—এইপ্রকার বলেন নাই। কারণ